খুচরো কথা – ১৬

‘অনুভূতি’র খসড়া

নন্দিনী হোসেন

লেখার শুরুতেই সাতরং এর দ্বিতীয় বছর পুর্তি উপলক্ষ্যে যারা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি - এবং যারা জানতে চেয়েছেন, দ্বিতীয় বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সাতরং এ বিশেষ কিছু করা হল না কেন - তাদের প্রশ্নের উত্তরে বলছি, প্রতি বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে হৈ চৈ না করে বরং বিশেষ বিশেষ বর্ষে সেটা হলেই, আমার মনে হয় ঠিক হবে। যেমন ধরুন, যদি সাতরং ঠিকে থাকে তাহলে পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সেটা করা যেতে পারে। যাই হোক, তারপরও শাহজাহান চঞ্চল সাহেবকে ধন্যবাদ **সাতরং** এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি লেখা পাঠিয়েছেন বলে। নতুন বছর থেকেই, **সাতরং** এ সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে যোগ দিলেন **সঞ্চারিনী**। তিনি সৌদি আরব প্রবাসী, নানাদিক থেকেই একজন অত্যন্ত গুণী মানুষ। আশা করি, পাঠক লেখকদের সহযোগীতা পেলে, সাতরং এর সাহিত্য বিভাগ তাঁর স্পর্শে - যথার্থ অর্থেই উজ্জল হয়ে উঠবে।

আজ এই লেখায় আমি আরেকটা বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে চাই। যে কথা আগেও একাধিকবার আমার লেখায় উল্লেখ করেছি - আর তাহল, কোন লেখা প্রকাশ করা না করা বিষয়ে। গণতন্ত্র চর্চা আমরা অবশ্যই করব, কিন্তু কোন লেখায় যদি দেখি প্রচন্ড ব্যক্তি অথবা গুষ্ঠি বিদ্বেষে পূর্ণ, এই ধরনের লেখা ছাপতে সাতরং সত্যি অপারগ। কোন কোন লেখক, ভূলে যান মত প্রকাশ করা মানে, অন্যের উপর চড়াও হওয়া নয়। নিজের মত প্রকাশ করা মানে যদি হয় ,অন্যকে মনের সুখ মিটিয়ে গালাগালি দেওয়া, সেটা মেনে নিতে সত্যি আমাদের অসুবিধা আছে। লেখক দের প্রতি অনুরোধ থাকবে, লেখা পাঠানোর আগে ভেবে দেখবেন মতামত প্রকাশের নামে, লেখার বিষয়বস্তুর চেয়ে যেন অন্যের উপর বিদ্বেষ ভাবটা-ই লেখায় প্রবলভাবে ফুটে না উঠে।

যাই হোক। এবার দুজনের মধ্যে একটা ছোট্ট টেলিকথন (টেলিকনফারেনস নয়, বাব্বাহ,কত কি যে বেড়িয়েছে আজকাল!) শুনিয়ে, আমার আজকের এই খুচরো কথাটি শেষ করব। যে দুজনের কথোপকথন আপনাদের শুনাতে যাচ্ছি, তাদের পরিচয় পর্বটা কিঞ্চিত দিয়ে রাখা ভালো। একজন হচ্ছেন এ দেশে জন্ম এবং বেড়ে উঠা নারী, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুন করছেন। অন্য নারী দীর্ঘদিন ধরে এখানেই প্রবাসী, নানা ঘাটের জল খেয়ে এখন কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছেন বটে, তবে আগে মহা বিপ্লবী ছিলেন ! নানা সুখ দুঃখের কথা সময়ে সময়ে এই অসমবয়সী বন্ধুর সাথে শেয়ার করেন। এই আর কি !

রাতে প্রাক্তন বিপ্লবীর মোবাইলে রিং হতেই হাতে নিয়ে তিনি যার নাম দেখলেন,তাতেই তার বুঝা হয়ে গেছে, আজকের বিষয়বস্তু কি হতে পারে । এখন এই এক জ্বালা হয়েছে, বাংলাদেশে আজকাল কোথায় কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে, এসব কৈফিয়ত দিতে দিতে তাঁর প্রাণের অবস্থা কাহিল। ভাবখানা এমন, যেন দায় সব তার-ই ! কারণটা আর কিছুই নয়, বর্তমান সরকার প্রথম রঙ্গমঞ্চে আবির্ভুত হওয়ার পর, তাদের প্রাথমিক নানা কায় কারবার দেখে, তিনি দীর্ঘদিন পর হেসে হেসে একে তাকে ফোন করে করে আশার বাণী শুনিয়েছিলেন !

এবার বাংলাদেশ সোনার বাংলা না হয়েই যায় না ! এর আগে কখনও কেউ কী কল্পনা করেছিল এমন হবে, তেমন হবে ইত্যাদি ইত্যাদি... দিন যায়, ক্রমে আশার বেলুন চুপসাতে থাকে....
অতঃপর একদিন গুন গুন করে গেয়ে উঠেন নিজের মনেই - ‘ধন্য আশ কুহুকিনী, তোমার মায়ায়’!
আহারে আশা ! ‘আশা’ বেচারার জন্য বড় মায়া হয় !

আজকাল অবশ্য রাগে তার শরীর চিড়বিড় করে, যাদের কে বড় মুখ করে হেসে হেসে আশার বানী শুনিয়েছিল, তাঁরা কারণে অকারনে টিটকারী মারে । মারবেই তো ! শিক্ষকদের ধরে ধরে জেলে পুরা হয়, আর ওদিকে যুদ্ধাপোরাধীরা মুচকি মুচকি হাসে। এমন আরাম মনে হয় একাত্তরের ঘাতকেরা কোনকালে পায়নি। দেশটা উজাড় হয়ে গেল, একেক জন গুষ্টি শুদ্ধ জেলে বসে, তসবী জপে ইয়া নফসী ইয়া নফসী করছে - কিন্তু বাপের বেটা জামায়াত ! বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেই শুধু না, অদূর ভবিষ্যতে তাদের সংগী-সাথী, ভাই- বেরাদর ,জঙ্গী - ফঙ্গী নিয়ে ক্ষমতার মসনদে আরোহণের দিনটি এলো বলে, ভেবে নিয়ে গভীর প্রশান্তিতে নিদ্রা যাচ্ছে !

ফোন রিসিভ করবে না করবে না করেও করে ফেলে,

হ্যালো!
এ সব কী !
উফ ! আমার কাঁনটাই দেখছি যাবে ,একটু আস্তে বাপু ! এবার বলো, কী সব, কী হয়েছে?
এই যে কার্টুনের ব্যাপারটা !
ওহ, কার্টুন ! তুমি-ও জেনে ফেলেছ, এত তাড়াতাড়ি? গত রাতেই না মাত্র ঘটল ?
জানবো না মানে? তোমার দেশের ষ্টুপিডরা যেমন মনে করে পত্রিকায় প্রকাশ বন্ধ রাখলেই, কেউ কিছুই জানবে না!তুমি ও তাই নাকি ? যত্তোসব গাঁধার দল! আজকাল যে মুহুর্তেই সারা দুনিয়া জেনে যায়, এটা কি তোমার দেশের মোল্লারা বুঝে না?

ওহ ,এখন ‘তোমার দেশ’ ! এমনিতে তো ওদেশে না জন্মেও খুব আমার দেশ আমার দেশ

বলো ?

আমাকে আর রাগিও না প্লীজ ! কথার উত্তর দাও।

কি উত্তর দেব বলো? আমার ও মনটা খুব বিষিয়ে আছে । একটা বাঁচ্চা ছেলে, যার জীবন সবে মাত্র শুরু, ‘ফান’ করে একটা অতি তুচ্ছ কার্টুন আঁকার এই পরিনতি !

আচ্ছা, তুমি আমাকে শুধু একটা কথার উত্তর দাও তো?

বলো।

এত ‘সুক্ষ্ম’ অনুভূতিটা ওদের কোথায় বন্ধক থাকে যখন জেহাদের নামে নিরীহ মানুষ - এমন কি নির্বিচারে শিশু হত্যাকেও তারা জায়েজ করে নেয়, মহা উল্লাসে ? একাত্তরে এই ‘অনূভূতি ওয়ালারাই’ নিজের দেশের খেয়ে পরে, নিজের দেশের মানুষের বিরুদ্ধে-ই রে রে করে ঝাঁপিয়ে পরেছিল না ? আর কোথাকার কোন একটা লেখা, বা তুচ্ছ একটা কার্টুন কোথাও ছেপে বেরুলেই - এদের অতি নরম হৃদয় এক্কেবারে ভেঙ্গে ছারখার হয়ে যায় ! মাতালের মত বেহুশ হয়ে দিগ-বিদিগ জ্ঞান শুন্য হয়ে পরে ! এসব কোন ধরনের ‘তেলেসমাতি’ ?

হুম !ধর্য্য ধরো, সবুরে নাকি মেওয়া ফলে ! দেখো, হয়ত এমন - ও হতে পারে, ডায়নোসরের মত ওরাও একদিন বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে ।

মানে কি?

ওই যেমন ডায়নোসর তার বিরাট দেহ ভার নিয়ে একদিন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেলো না? সে রকম আর কি, এরাও এই ‘বিরাট’ অনুভুতির ভারেই একদিন ফেঁটে চৌচির ! দেখ ভেবে, এক দিকে মানুষ হত্যা করছে নির্বিচারে, তাতে অনুভূতির কোন বালাই-ই নেই ! ওহ ভূল বললাম ! একটা অনুভূতি অবশ্য আছে, উল্লাসের অনূভূতি !

উফ ! কি বলো আর না বলো...

জানি না ! রাখলাম।

....

২১।০৯।২০০৭

nondinihussain@gmail.com